09 MAY 2008

# সিলেটে অপহরণ আতংক : শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষার্থী উদ্বিগ্ন সবাই

সিলেট ব্যুরো

সিলেট নগরীতে অপহরণ আতংক দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েসহ অন্য শিশু-কিশোরদের নিয়ে অভিভাবক মহলে চলছে এ আতংক। উদ্বেগ দেখা দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে। সম্প্রতি সিলেটের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন স্কুলছাত্রকে দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এ আতংক দেখা দেয়। এর মধ্যে গত দু'দিন ধরে নগরজুড়ে গুজব ছড়িয়েছে, অপহরণকারীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উড়ো চিঠি প্রদান করছে। তবে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে আলাপ করে এর কোন সত্যতা মেলেনি। তারপরও নগরীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অভিভাবকরা নিজে গিয়ে বিদ্যালয় থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের আনতে বলা হয়েছে। ফলে আগে যারা কাজের মানুষ দিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনানেয়া করতেন তারা এখন বিপাকে পড়েছেন। অনেকেই বিভিন্ন কাজ ফেলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করছেন। দ্রুত এ আতংক দূর করতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানানো হয় অভিভাবক-শিক্ষক মহল থেকে। নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। ফলে এ আতংক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রভাব ফেলেছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা। স্কুলগুলোতেও কমে গেছে উপস্থিতির সংখ্যা। গ্রীষ্মকালীন ছুটির উছিলায় নগরীর অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেসব স্কুল খোলা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কেউ কেউ ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ড্রেস ছাড়া বিদ্যালয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন। অধিকাংশ স্কুলে অবাধ প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের সামনে চাটনি, আচার, চানাচুর বিক্রেতাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেশ ক'টি স্কুলে ডাকা হয় পরিচালনা পর্ষদের জরুরি সভা। সিলেট শহর ও শহরতলির একাধিক এলাকা থেকে শিশু অপহরণের ঘটনা ঘটেছে গত কয়েকদিনে। অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেছেন, এ পরিস্থিতিতে সন্তানকে স্কুলে পাঠানো কতটুকু নিরাপদ তা তারা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারছেন না। সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে তারা শান্তিতে থাকতে পারছেন না।

সবাই : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

যুগান্তর

সিলেটের জিন্দাবাজারের একটি স্কুলে সন্তানদের জন্য অভিভাবকদের অপেক্ষা

## সবাই : উদ্বিগ্ন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সন্তানদের নিয়ে আসার জন্য নগরীর বিভিন্ন স্কুলে এখন অভিভাবকদের লম্বা লাইন দেখা যায়। বৃহস্পতিবার সিলেট নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন ঘুরে এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। অনেক অভিভাবক সন্তানকে স্কুলের ভেতরে পাঠিয়ে বাইরে বসে অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষমাণ অভিভাবকরা শিশু অপহরণ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছেন। বিষয়টি অভিভাবকদের প্রধান আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরীর মেজরটিলা এলাকার অভিভাবক সাইমা সুলতানা দীনু যুগান্তরকে জানান, অপহরণ আতংকে আমরা উদ্বিগ্ন। এটা গুজব না সত্য বুঝতে পারছি না। বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে টেনশনে থাকতে হয়। তাই ছুটি না হওয়া পর্যন্ত স্কুলের বারান্দায় বসে থাকি। নগরীর একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানা যায়। সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবদুল হান্নান বলেন, বিষয়টি অভিভাবক মহলে বেশ আতংক ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার অন্যান্য দিনের চেয়ে বিদ্যালয় আঙিনায় অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল বেশি। সতর্কতা অবলম্বনে অপরিচিত কাউকে বিদ্যালয়ে ঢুকতে না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ব্রিটিশ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আতাউর রহমান মল্লিক জানান, বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানের প্রধান আজেদা খানম চৌধুরী সিলেট কোতোয়ালি থানা ও র‍্যাব-৯ এর সদর দফতরে ফোন করে নগরীর শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারের আহবান জানান। পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফেরদৌস বেগম, লোকমুখে গুজবের কথা শুনছি। তবে স্কুল বিদ্যালয়ে কোন ধরনের চিঠি বা ফোন আসেনি।

অপহরণ আতংক ছড়িয়ে পড়ার পর পেশাদারা তৎপর হয়ে উঠেছে। বাড়ানো হয়েছে টহল, বিশেষ করে শিশু বিদ্যালয়গুলো নিয়ে আনা হয়েছে কড়া নজরদারিতে। প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের আশপাশে অবস্থান নিচ্ছে সাদা পোশাকধারী পেশাদারা বা তাদের টহল। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের ধারণা, অপহরণ আতংক ছড়ানোর পেছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আতংক ছড়ানোর পাশাপাশি ওই চক্র সিলেটে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে বলে তাদের ধারণা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ওই চক্রকে চিহ্নিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী ও একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা তৎপর রয়েছে। তাদের ধারণা, আইন-শৃংখলাকে অস্থিতিশীল করে তোলার পাঁয়তারা করছে কোন মহল। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ তৌফিক আহমদ অভিভাবকদের এ ব্যাপারে আতংকিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা যত তিনি ফোনে কাউকে কোন ধরনের হুমকি দিলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় জিডি করার জন্য নগরবাসীকে পরামর্শ দেন এবং গোপনীয়তার স্বার্থে পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করতে বলেন। তিনি বলেন, যেসব মোবাইল ফোন থেকে এ ধরনের হুমকি দেয়া হচ্ছে সেসব মোবাইল নম্বর জানালে সে সূত্র ধরে ওই চক্রের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হবে। মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে হুমকিদাতাকে আটক করা সম্ভব। এ ব্যাপারে অভিভাবকরা ভীত না হয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন।

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৫ দিনের ব্যবধানে ৩ স্কুলছাত্র অপহৃত হয়। এর মধ্যে কৌশলে ২ জন পালিয়ে এলেও একজন নিখোঁজ রয়েছে। ১৯ এপ্রিল স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র উপজেলার সৈয়দেরগাঁও ইউনিয়নের জোড়াখাই গ্রামের সবসুল আমিনের পুত্র রাজু আহমদ (১৬) স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহৃত হয়। অপহরণকারীদের কাছ থেকে পালিয়ে আসা রাজু জানায়, ওইদিন স্কুল ছুটির পর ৩ জন লোক তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পকেট থেকে রুমাল জাতীয় কিছু বের করতে দেখে। এরপর সে জ্ঞান হারায়। এর ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এসে নিজেকে একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে আসে। এ সময় তার পিছু পিছু কয়েকজনকে ধাওয়া করতে দেখে। ৭ দিন পর ২৬ এপ্রিল একই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র জাকির আহমদ (১৫) অপহৃত হয়। ৩০ এপ্রিল রাতে সে কৌশলে অপহরণকারীদের হাত থেকে পালিয়ে ১ মে সকালে বাড়ি পৌঁছে। উপজেলার হৈলা আফতাবনগর ইউনিয়নের দিঘলী রামপুরের মৃত আলীর পুত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সাদিকুর রহমান (১৩) ২৯ এপ্রিল স্কুলে যাওয়ার পথে অপহৃত হয়। এ নিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবক মহলে চরম আতংক বিরাজ করছে। চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন স্কুলের শিক্ষক ও এলাকাবাসী। সিলেটের বিশ্বনাথ রামসুন্দর হাইস্কুলের ৪ ছাত্রকে ২৯ এপ্রিল ধরে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এক সপ্তাহ পর ঢাকার গাবীমাবাদ এলাকার একটি পুলামওল থেকে তাদের উদ্ধার করেন অভিভাবকরা। এ ব্যাপারে, বিশ্বনাথ থানায় পৃথক তিনটি জিডি করা হয়। এ ঘটনায় গোটা উপজেলার বিভিন্ন পরিবারের স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবক মহলে আতংক দেখা দেয়। উদ্ধার হওয়া ছাত্ররা হচ্ছে— বিশ্বনাথ পুরানবাজারের গোপেন্দ্র দেবনাথের পুত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র রাজীব দেবনাথ (১৪), একই এলাকার বাবুল দেবের পুত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র লিটন দেব বাপ্পী (১৫), বিশ্বনাথ সদর ইউনিয়নের পরিষপুর গ্রামের নারায়ণ চক্রবর্তীর পুত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র কার্তিক চক্রবর্তী (১৪) ও দেবেন দেবনাথের পুত্র এইডেড স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র আশীষ দেবনাথ।